ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৮০
আগরতলা, ১১ আগস্ট, ২০২৫

স্বাস্থ্যকর্মীর হাত ধরে জীবনযুদ্ধে জয়

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় গুরুতর ক্ষত নিরাময় হল। দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার৪২ বছরের বাসিন্দা ধন্যরুঙ রিয়াং গত ২৬ জুন ২০২৫ পায়ের গুরুতর ক্ষত নিয়ে কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন। এইস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ জেলা শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। রোগীর মধুমেহজনিত জটিলতার ফলে একাইলিস টেন্ডনে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিলএবং তিনি হাঁটার ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিলেন। হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জয় ত্রিপুরা রোগীর সার্জিক্যাল ডেরাইডমেন্ট করে ক্ষত পরিষ্কার করেন। তবে ক্ষত দ্রুত শুকনোর জন্য প্লাস্টিক সার্জারি ও টেন্ডন ট্রান্সফারের প্রযোজন হতে পারে বলে জানানো হয়। কিন্তু আর্থিক দূর্বলতার কারণে রোগীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ডাঃ সঞ্জয় ত্রিপুরার তত্ত্বাবধানে ওটি টেকনিশিয়ান বিশ্বজিৎ দত্ত রোগীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষত পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ধৈর্যসহকারে প্রায় দুই মাস ধরে ড্রেসিং চালিয়ে যান। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ক্ষতস্থান ভরে ওঠে এবং রোগী আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে সক্ষম হন। ডাঃ সঞ্জয় ত্রিপুরা জানান, বিশ্বজিৎ দত্তের নিখুঁত দক্ষতা ও ধৈর্যসহকারে যত্নের ফলেই রোগীর পুরো টেন্ডন পচেযাওয়া পা সুস্থ হয়ে উঠলো। এর আগেও তিনি বহু রোগীর পরিচর্যায় অসামান্য সাফল্যের নজির স্থাপন করেছেন।

****